ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

মাওলানা মাসউদুর রহমান

মুসলিমবিশ্বে সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

মাওলানা মাসউদুর রহমান
অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

অর্পণ

ফাতিমা,
আয়েশা ও
আসমার
আম্মুকে।

হিদায়াতের আলো ঝলমল
করে উঠুক তার পূর্ণ জীবনে।

–অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনো নেক কাজ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাত* এর তরজমা *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন* এর পাণ্ডুলিপি তৈরি থেকে শুরু করে ছাপা ও বাঁধাই শেষে পাঠকের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সব কাজ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁরই সাহায্যের বদৌলতে। দীর্ঘ সাধনার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছা জাগছে অন্তরে। ভেবে অবাক হতে হয় কত ভয়াবহ আমাদের অক্ষমতা আর কত অসীম তাঁর দান! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাটাও তাঁরই শেখানো। তাঁর সীমাহীন দান ও করুণার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁরই শেখানো ভাষায় হৃদয়-মন উজাড় করে উচ্চারণ করছি— 'আলহামদুলিল্লাহ'। 'ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ'

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশার অতি জনপ্রিয় তিনটি রচনা যথাক্রমে *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*, *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাত* এবং *সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন* । আল্লাহ তাআলার সীমাহীন মেহেরবানিতে আমি *সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন* এর অনুবাদ করি *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামে। রাহনুমা প্রকাশনী ঢাকা থেকে আগস্ট '১১ জনসম্মুখে আসার পর পরই তার মুদ্রিত সকল কপিই হয়ে যায় নিঃশেষিত। সারাদেশ থেকে পাঠকদের অগণিত মোবাইল কলে আসতে থাকে অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ড. পাশার আরও লেখা বাংলায় অনুবাদের উপর্যুপরি অনুরোধ। আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়ে হয়ে পড়ি বন্দী।

সেই কারণেই লেখকের দ্বিতীয় জনপ্রিয় রচনা শুরু করি *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামে। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সেটাই এখন তাদের খেদমতে তুলে ধরছি। আল্লাহর রহমতের ভরসা আশা করছি প্রথম গ্রন্থটির মতো তাদের কাছে এটাও হবে সমাদৃত ইনশাআল্লাহ।

নারী সাহাবী গ্রন্থে যে মহীয়সী নারীদের জীবন আলোচিত হলো, তাঁরা হলেন—প্রিয় নবীর দুধমা হালীমা, নবীজীর ফুপু ছফিয়্যাহ, প্রিয় নবীর কন্যা ফাতিমাতুয যাহরা, আবু বকর রাযি.-এর কন্যা আসমা, নাসীবা আল মাযেনিয়া, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা, হযরত গুমাইছা ও উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহুন্না।

দুধমা হযরত হালীমার জীবনীতে প্রিয় নবীর মা স্বয়ং আমেনার জবানিতে দেখা যাবে গর্ভধারণ ও প্রসবকালে নবীজীর অলৌকিক ঘটনাবলি। মা হালীমার কাছে তাঁর শৈশবের, দুধপান সময়ের বিস্ময়কর ও বরকতময় ব্যাপারগুলো থেকে জানা যাবে ভবিষ্যৎ 'শ্রেষ্ঠ নবীর' পূর্বাভাষ।

নবীজীর ফুপু ছফিয়্যার জীবনীতে দেখা যাবে নবীবংশের এক দুঃসাহসী নারীকে। ইতিহাসের প্রথম মুসলিমনারী যিনি আক্রমণে উদ্যত এক মুশরিককে হত্যা করে নজির স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ভয়াবহ এক বিপদ থেকে হেফাজত করেছিলেন। ওহুদের রণাঙ্গনে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। শহীদ ভাই হামযার বিকৃত লাশ দেখেও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

নবীকন্যা ফাতেমাতুয যাহরা পাঠ করলে পাওয়া যাবে নবীজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জান্নাতী নারীদের নেত্রী, জান্নাতী যুবকদের দুই সর্দার পুত্রের জননী আর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ফাতিমার সরল ও সাধারণ জীবন প্রণালি, বিবাহ ও স্বামীগৃহে সমর্পণের সরলতা যদি

আজকের পুরুষ ও নারীদের বিলাসিতায় একটুও লাগাম টেনে ধরত! আহা! তেমন যদি হতো!

আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা আসমা আর উম্মে উমারা, এই দুই নারী সাহাবীর কুরবানী আর ত্যাগ দেখে নির্ণয় করা মুশকিল যে, কার কোন ত্যাগটি বড়। আসমা রাযি. দৃষ্টিহীনা, স্বামী ও অবলম্বনহীনা নিজ পুত্র আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। পুত্র বলেছেন, মা, আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না, ভয় হচ্ছে ওরা আমার লাশকে বিকৃত করবে। একথা শুনে তিনি বলেন, বোকা ছেলে! নিহত হওয়ার পর কী হবে তাই নিয়ে ভাবছ? আরে বেটা, যবাইকৃত ছাগল কি চামড়া ছোলার কষ্ট পায়? বিদায়ের মুহূর্তে পুত্র বলছে, মা, তুমি আমার জন্য দুঃখ কোরো না। মা জবাব দিলেন, দুঃখ তো তখনই করতাম যখন তুমি অন্যায়ের পক্ষে নিহত হতে।

গুমাইছা বিনতে মিলহান ডাকনাম উম্মে সুলাইম, তিনি ছিলেন প্রিয় নবীর খালা। তাঁর জীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে একজন আদর্শ স্ত্রীর করণীয় কর্তব্য। প্রিয় নবীর প্রতি ফুটে উঠেছে এক বিরল ভালোবাসার ইতিহাস। তিনিই প্রকাশ করছেন নবীজীর একটি বিশেষ মোজেযাও।

পরবর্তী দুই নারী সাহাবী উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা। যাঁরা দুজনই হয়ে পড়েছিলেন চরম অসহায়। সেই অসহায়ত্বই একসময় তাঁদের সৌভাগ্যকে পৌঁছে দিয়েছিল যেন জমিন থেকে আসমানের বিশাল উচ্চতায়। প্রিয় নবী তাঁদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে চরম অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁদের দান করেছিলেন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও উম্মুল মুমিনীন হওয়ার বিরল মর্যাদা। এ ধরনের বিগত

যৌবনা, বিধবা মহিলাদের বিবাহের পেছনে না ছিল কোনো জাগতিক উদ্দেশ্য, না ছিল কোনো কামনা-বাসনা।

মক্কার কাফের ও কুরাইশসর্দার আবু সুফিয়ান—যিনি পরবর্তী জীবনে ইসলামগ্রহণ করেন, তার অন্তররাজ্যে বিপ্লব ও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল কন্যা উম্মে হাবীবার এই বিবাহ থেকেই। তার অন্তরে জ্বলে উঠেছিল এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, দিন-রাত যে শত্রুর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ধ্বংস আমি কামনা করেছি, যাঁর জীবন অবসানের জন্য সারাক্ষণ ছোট্ট একটু সুযোগের অপেক্ষা করেছি, সেই শত্রুই আমার কন্যাকে চরম দুর্দিনে রক্ষা করলেন! বাবা হয়েও মেয়েকে যে সাহায্য আমি দিতে পারিনি! 'শত্রুকন্যাকেও' সে সাহায্য করতে তিনি পিছপা হননি। এমন মহান একজন মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন মিছেই শত্রুতা করে গেলাম যিনি কখনোই আমাকে শত্রু ভাবেননি। এভাবেই তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল। ইসলামের আলো সেখানে প্রবশে করল।

প্রিয় পাঠক, অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল আরবীর ভাষা ও ভাবের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ রেখেছি। আরবীর সাহিত্যমান ও রস অনুবাদে পরিপূর্ণভাবে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। প্রচেষ্টা চালিয়েছি নানাভাবে গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখার। আমাদের আন্তরিকতা ও চেষ্টা সফল হলো কি না সে ফায়সালার ভার আপনাদের। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। পরিপূর্ণ এখলাছ নসীব করুন। আমাদের সকলের জন্য নাজাত ও মুক্তির একটু ব্যবস্থা করুন। আমীন।

বিনীত

মাসউদুর রহমান

কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

লেখকের দুআ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে আল্লাহ, আমি তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবেসেছি, আমার হৃদয়ে সঞ্চিত সকল ভালোবাসার মাঝে যা সর্বাধিক খাঁটি ও সর্বাধিক গভীর।

সুতরাং হে আল্লাহ, তুমি মহাত্রাসের দিনে (কিয়ামতের ময়দানে) দয়া করে তাঁদের কোনো একজনের পাশে আমাকে একটুখানি স্থান করে দিয়ো।

কারণ, তুমি তো জানো আমি তাঁদের ভালোবাসি শুধু তোমার জন্যই ইয়া আরহামার রাহিমীন!

—আবদুর রহমান

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

● জন্ম : ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ।

জন্মস্থান : সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রি মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সবশেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবীসাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি. এইচ. ডি.।

● কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। তারপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

● সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলংকার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইলমী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরিদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে 'রাবেতা আল আদাবুল ইসলামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এ ছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

• মৃত্যু : ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্তানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাঁদের তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাঁদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

সূচিপত্র

» প্রিয় নবীর দুধমা হালীমা সা'দিয়া––১৭

» ছফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব––২৭

নবীজীর স্নেহ-ভালোবাসার ফুল

» ফাতিমাতুয যাহরা–– ৩৬

» আসমা বিনতে আবু বকর–– ৪৬

(দুই ফিতাওয়ালী)

» নাসীবাহ আল মাযেনিয়া–– ৫৫

» রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান–– ৬৬

» গুমাইছা বিনতে মিলহান–– ৭৫

(উম্মে সুলাইম)

» উম্মে সালামা–– ৮৩

(আরবের বিধবা)

প্রিয় নবীর দুধমা হালীমা সা‘দিয়া

ব্যক্তিত্বসম্পন্না, রাশভারী এই মহীয়সী নারী প্রতিটি মুসলিমের কাছে সম্মানীয়া ... প্রত্যেক মুমিনেরই প্রিয়পাত্রী ...

কারণ, তাঁর পবিত্র স্তন থেকেই দুধপান করেছেন ভাগ্যবান শিশু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ বুকের ওপর ঘুমিয়েছেন ...

তাঁর মাতৃমমতাউপচে–পড়া কোলে তিনি বেড়ে উঠেছেন ...

তিনি তাঁর ও কওম বানু সা‘আদের স্পষ্ট ও মিষ্টি ভাষা থেকে উপকৃত হয়েছেন ...

ফলে তিনি হয়েছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ স্পষ্টভাষী ...

ভাষা-অলংকার ও বাগ্মিতায় সর্বোত্তম ব্যক্তি ...

তিনিই জগদ্বিখ্যাত মহীয়সী হালীমা সা‘দিয়া, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমা।

* * *

মুবারক শিশুটিকে—যে শিশু জগৎকে ভরপুর করে দিয়েছিল সদাচার ও করুণায় ...

পূর্ণ করেছিল মহত্ত্ব ও দিক-নির্দেশনায় ...

সজ্জিত করেছিল নৈতিকতা ও মর্যাদার অলংকারে ...

তাঁকে সা'আদ গোত্রীর মহীয়সী হালীমার দুধপান করানোর পেছনে রয়েছে এক চমৎকার কাহিনি, যা তিনি তুলে ধরেছেন মনের মাধুরী মেশানো চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় ...

উত্তম, উপাদেয় মমতা জড়ানো ভঙ্গিমায় ...

এসো, শুনি সেই কাহিনি ...

কারণ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তো আকর্ষণীয়ই হবে ...

* * *

হযরত হালীমা সা'দিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

আমি ও আমার স্বামী আমাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হলাম দুধপানকারী কোনো শিশুবাচ্চার খোঁজে, আমাদের সঙ্গে ছিল আমার কওম বানূ সা'আদের আরও অনেক মহিলা, যারা বেরিয়েছিলেন আমার মতো একই উদ্দেশ্যে। সেটা ছিল এক খরাকবলিত দুর্ভিক্ষের বছরে ...

যা ধ্বংস করে দিয়েছিল ফসল ...

দুধশূন্য করে দিয়েছিল পশুর ওলান, সেই দুর্ভিক্ষ আমাদের কিছুই রাখল না অক্ষত। এলোমেলো করে দিল সব।

আমাদের ছিল বয়স পেরিয়ে যাওয়া শীর্ণ দুইটি গাধী, যাদের থেকে পেতাম না এক কাতরা দুধ। একটিতে চড়লাম আমি ও আমার ছোট্ট শিশু ...

আমার স্বামী চড়লেন অন্যটিতে। আমার গাধীটি ছিল অধিক বয়স্কা এবং বেশি দুর্বল।

আল্লাহর কসম করে বলছি—সে সময় রাতে আমরা এক মুহূর্তও ঘুমাতে পারতাম না তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমাদের শিশুপুত্রের বিরামহীন

কান্নার কারণে। কেননা, আমার বুকের সামান্য দুধে তার পেট ভরত না ...

আমাদের দুটি গাধীর ওলানেও তাকে খাওয়ানোর মতো কোনো দুধ ছিল না ...

আমাদের শীর্ণকায় বাহনের ধীর ও মন্থর গতির কারণে আমরা কাফেলা থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম পিছে। সফরের সঙ্গীরা রুষ্ট ও বিরক্ত হচ্ছিলেন আমাদের প্রতি ...

আমাদের কারণে তাদের অবিরাম যাত্রা হয়ে যাচ্ছিল কষ্টকর।

আমরা পৌঁছে গেলাম মক্কায় এবং প্রত্যেকেই খুঁজতে লাগলাম দুগ্ধপোষ্য শিশু।

প্রত্যেক দাইয়ের কাছে পেশ করা হলো শিশু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে। বাদ দেওয়া হলো না কাউকেই। কিন্তু তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হলাম না আমরা কেউই। কেননা, সে এতিম—পিতৃহীন। আমরা মনে মনে ভাবছিলাম—

পিতৃহীন শিশুর মা কী দেবে আমাদের?!

কীইবা পাব আমরা তাঁর দাদার কাছ থেকে?!

* * *

এরপর মাত্র দুদিনের মধ্যেই আমার সকল সঙ্গিনী একটি করে দুধপানকারী শিশু যোগাড় করে ফেলল ...

আমাদের বাড়ি ফেরার ভাবনা যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, আমি পড়ে গেলাম ভাবনায়। আমি বললাম আমার স্বামীকে—দেখো, এইভাবে কোনো শিশু ছাড়া খালি হাতে ফিরে যাওয়া এবং চরম অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিজদের ঠেলে দেওয়া আমার ভালো লাগছে না। তা ছাড়া আমার সঙ্গিনী প্রত্যেক মহিলাই একটি করে শিশু সঙ্গে নিয়ে ফিরছে। অতএব আমি যাচ্ছি এতিম বাচ্চাটির কাছে, তাকে নিয়েই আমি ফিরব। স্বামী সমর্থন করে বললেন—কোনো অসুবিধা নেই, যাও, তাকেই নিয়ে এসো, হয়তো এতেই আল্লাহ দান করবেন কল্যাণ ও বরকত। আমি গেলাম পিতৃহীন সেই শিশুর মায়ের কাছে এবং ফিরে এলাম তাঁকে নিয়ে ...

আল্লাহর কসম! তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু আর কোনো শিশু না পাওয়ার কারণেই নিলাম।

* * *

তাঁকে নিয়ে যখন ফিরলাম আমার কাফেলায়, তাঁকে বসালাম আমার কোলের মাঝে এবং তাঁর মুখে পুরে দিলাম আমার স্তন। শূন্য ও দুধহীন সেই স্তন আল্লাহর ইচ্ছায় ভরপুর হয়ে উঠল ...

শিশুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো...

এরপর খেল তাঁর ভাই এবং সেও হলো পরিতৃপ্ত। তারা দুজনেই ঘুমিয়ে গেল। আমি এবং আমার স্বামী শুয়ে পড়লাম ঘুমানোর উদ্দেশ্যে। কারণ, কিছুদিন যাবৎ শিশুপুত্রের ক্ষুধাজনিত কান্নার কারণে আমাদের কপালে ঘুমের সৌভাগ্য জোটে খুব সামান্যই।

হঠাৎ আমার স্বামীর দৃষ্টি পড়ল আমাদের বয়স্কা ও শীর্ণকায় দুটি গাধীর প্রতি ...

দেখা গেল তাদের ওলান দুটি স্ফীত ও দুধে ভরপুর হয়ে পড়েছে ...

তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে এগিয়ে গেলেন, নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি দুধ দোয়ালেন, পান করলেন।

আবার আমার জন্য দোয়ালেন, তার সঙ্গে আমিও পান করলাম। আমরা দুজনেই তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হলাম।

আমরা জীবনের সেরা সুখময় একটি রাত কাটালাম।

প্রভাতে আমার স্বামী ডেকে বললেন—

হালীমা, তুমি কি বুঝতে পেরেছ একটি মুবারক শিশু জুটে গেছে তোমার কপালে?

আমি তাকে বললাম—

তুমি একদম ঠিক বলেছ, আমার তো মনে হয়, আরও অনেক সুদিনেরই দেখা পাব এই ভাগ্যবান শিশুর কল্যাণে।

* * *

এবার আমরা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে মক্কা ছেড়ে বের হলাম, আমি চড়লাম আমাদের সেই বুড়ি ও দুর্বল গাধীর পিঠে ...